দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... JAN. ২৪-1999 ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

৭০

তদবীর করিয়া বাড়ীর কাছে স্কুলে বদলি

নানা কারণে নাটোরে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত

নাটোর সংবাদদাতা ॥ অভিভাবকের অজ্ঞতা ও দারিদ্র্য, শিক্ষক স্বল্পতা স্থাপন বেঞ্চের অভাব এবং শিক্ষক ও সরকারী কর্মকর্তাদের অবহেলার কারণে নাটোরে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সফল হইতেছে না।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, সরকার ১৯৯২ সালে প্রতিটি জেলার একটি থানায় এবং ১৯৯৩ সালে দেশের প্রতিটি থানায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের কর্মসূচী গ্রহণ করেন। সরকারী জরিপে বলা হয়, ১৯৯৮ সালে নাটোর জেলায় স্কুলে গমন উপযোগী ছয় হইতে দশ বছর বয়সের শিশু ছিল ২ লক্ষ ৩৩ হাজার ৯৯৯ জন। ইহার মধ্যে ১ লক্ষ ১৯ হাজার ৬৪৫ জন বালিকা। তন্মধ্যে ১ হাজার ৪৩১টি সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

(৯ম পৃঃ দ্রঃ)

নানাকারণে নাটোর

(৩য় পৃঃ পর)

ভর্তি হয় ২ লক্ষ ৭ হাজার ৯২৭ জন। ২৬ হাজার ৭২ জন শিশু স্কুলে ভর্তি হয় নাই। গত বছর স্কুলের উপস্থিতির হার ছিল ৮২ শতাংশ। শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী চালু করায় উপস্থিতির হার বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ১৯৯৮ সালের জুলাই মাস হইতে খাদ্য সরবরাহ বন্ধ আছে। ফলে শিশু ও তাহার অভিভাবকের মধ্যে হতাশা দেখা দিয়াছে। এদিকে প্রায় ৪০ শতাংশ শিশু লেখাপড়া শেষ হওয়ার পূর্বেই প্রাথমিক স্কুল হইতে বিদায় নেয়। শিশু জরিপে ইহাকে ঝরিয়া পড়া বলা হয়। এ ব্যাপারে স্কুলের শিক্ষক, অভিভাবক ও সরকারী কর্মকর্তারা জানান, সরকার দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেও এক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারে নাই। নাটোর জেলায় ৪০৬টি সরকারী, ২৪৯টি রেজিষ্টার্ড বেসরকারী ও ৫২টি বেসরকারী প্রাথমিক স্কুল আছে। স্কুলগুলির অধিকাংশই জরাজীর্ণ, বেঞ্চের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা বসিতে পারে না। শিক্ষকদের অনেকেই নিয়মিত স্কুলে আসে না। অনেকে যথার্থ পাঠদানে মনোযোগী নয়। তদবির করিয়া অনেকে বাড়ীর কাছাকাছি স্কুলে বদলি হয়। সম্প্রতি প্রধান শিক্ষক পদে সরাসরি নিয়োগের ব্যাপারে কিছু সিনিয়র শিক্ষক আপত্তি তুলিয়াছেন।

নাটোর জেলায় শিক্ষার হার অত্যন্ত কম। তদুপরি আর্থিক দীনতার কারণে একজন গরীব মানুষ তাহার সন্তানকে স্কুলে পাঠাইবার পরিবর্তে অপরের বাড়ীতে গৃহস্থালির কাজে রাখিতে অথবা শহরের দোকান বা রেস্তোরাঁয় শ্রমিক হিসাবে রাখিতে বেশী পছন্দ করে। কারণ সন্তানকে স্কুলে পাঠাইলে বই ও বেতনের খরচ না লাগিলেও খাবার ও পোশাক দিতে হয়। যাহা অনেক অভিভাবকের পক্ষে দুরূহ হইয়া পড়ে। অজ্ঞতার কারণে অনেক অভিভাবক তাহার সন্তানকে লেখাপড়া শিখাইবার প্রয়োজনই বোধ করে না।

নাটোর জেলায় বর্তমানে একজন সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, একজন থানা শিক্ষা অফিসার ও একজন সহকারী থানা শিক্ষা অফিসারের পদ শূন্য থাকায় প্রশাসনিক কাজ ব্যাহত হইতেছে। ইহাছাড়া ২৮টি প্রধান শিক্ষক ও ৭৮টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য আছে।